

এক নজরে নালিতাবাড়ী উপজেলা

নালিতাবাড়ী উপজেলার পটভূমি

নালিতাবাড়ী উপজেলা [বাংলাদেশের ময়মনসিংহ বিভাগের](#) অন্তর্গত [শেরপুর জেলার](#) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিকভাবে প্রভাবশালী প্রশাসনিক এলাকা। ভৌগোলিক ও কৌশলগত দিক থেকে নালিতাবাড়ী উত্তরবঙ্গের একটি বিশিষ্ট জনপদ হিসেবে স্বীকৃত। শেরপুর জেলার অন্তর্গত নালিতাবাড়ী উপজেলাটি ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সদর হইতে প্রায় ২৫ কিমি দূরে গারো পাহাড়ের পাদদেশে উপজেলাটি অবস্থিত। নালিতাবাড়ী উপজেলাটির নামকরণ ‘নলিতা’ যার অর্থ ‘পাট’ হইতে উৎপত্তি হয়। স্থানীয়ভাবে ব্যাপক পাট উৎপন্ন হয় বিধায় অত্র উপজেলার নামকরণ এমন হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে নালিতাবাড়ী উপজেলায় ১৯৩৭ সালে অবিভক্ত ভারতে ‘কৃষক বিদ্রোহ’ সংঘটিত হয়। তেভাগা আন্দোলনে সাচী রায় নিহত হন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে নালিতাবাড়ী উপজেলার শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নাজমুল আহসান চেল্লাখালী খাল এর নিকট শহীদ হন।

অবস্থান ও আয়তন

নালিতাবাড়ী উপজেলার ভৌগোলিক কেন্দ্রবিন্দু মূলত  25.0833° উত্তর 90.1958° পূর্ব স্থানাঙ্কে নিহিত। এর সর্ব মোট আয়তন প্রায় ৩২৯.৫৯ বর্গ কিলোমিটার। ভৌগোলিক সীমানার বিচারে এই উপজেলার উত্তর দিকে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সুউচ্চ গারো পাহাড়ের পাদদেশ অবস্থিত। এর দক্ষিণ সীমান্তে নকলা উপজেলা, পূর্ব দিকে ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলা এবং পশ্চিম সীমান্তে ঝিনাইগাতী উপজেলার অবস্থান। কংস, ভোগাই এবং চেল্লাখালী নদী এই উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এর ভূমিকে উর্বর ও কৃষি সমৃদ্ধ করেছে। উপজেলার মোট জমির ৮১৪৪৩.৩৩৬ একর যার মধ্যে কৃষি জমির পরিমাণ ৬৬৫৫৭.৩২৬ একর। ভারতের সাথে মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ১৫ কিমি।

প্রশাসনিক এলাকা

নালিতাবাড়ী উপজেলায় এটি ১টি পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। ইউনিয়নগুলো হলো: বাঘবেড়, যোগানিয়া, কাকরকান্দি, কলসপাড়, মরিচপুরান, নালিতাবাড়ী, নয়াবিল, নন্নী, পোড়াগাঁও, রাজনগর, রামচন্দ্রকুড়া এবং রূপনারায়ণকুড়া।

নদী ও জলাশয়

এখানকার প্রধান নদ-নদী হলো ভোগাই, কংস, মালকী ও খালং।

দর্শনীয় স্থান

- [মধুটিলা ইকোপার্ক](#)
- বারোমারী খ্রিস্টান মিশন
- পানিহাটা খ্রিস্টান মিশন
- [নাকুগাও স্থল বন্দর](#)
- রাবার ড্যাম (নালিতাবাড়ী)
- রাবার ড্যাম (সন্ন্যাসীভিটা)
- সার্জেন্ট আহাম্মেদ আলী পার্ক
- সুতানাল পুকুর (কাকরকান্দি ইউনিয়ন)